JAN 22 2001

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় জীবন-জীবিকার তাগিদে ৫ লক্ষাধিক শিশুর স্কুলে যাওয়া হয় না

পাবনা সংবাদদাতা ॥ দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়াসী ৫ লক্ষাধিক শিশু স্কুলে যায় না। ইহারা জীবন জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন পেশার সাথে জড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া বেসরকারী এক জরিপ হইতে জানা গিয়াছে। জরিপসূত্রে প্রকাশ, উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে ৬-১০ বৎসর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩ শত ৫৯ জন। ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৮ শত ১৯ জন শিশু স্কুলে যায় না। স্কুলে ভর্তির পর ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত ৩০ জন শিশু ২/৩ মাসের মধ্যেই ঝরিয়া পড়ে। তাহারা আর স্কুলে ভর্তি হয় না। ইহাদের অধিকাংশই ভূমিহীন, বাস্তুহারা ও দিনমজুর পরিবারের সন্তান। অক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থায় তাহারা বাড়িয়া উঠে। তাহারা সংসারের আয়ের উৎস হিসাবে বিভিন্ন দোকান-পাট, হাট-বাজারে, বাড়ীঘরে ফায়-ফরমাশ খাটিয়া থাকে। কেহ কেহ পত্র-পত্রিকায় হকারিও করিয়া দুই-পয়সা উপার্জন করে।

সূত্র হইতে আরো জানা যায়, রাজশাহী বিভাগে গত বৎসরে ৯ হাজার ২ শত ৬২টি সরকারী, ৬ হাজার ৯ শত ৯১টি রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী ও ১ হাজার ২ শত ৫০টি রেজিষ্টার্ডবিহীন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০ লক্ষাধিক শিশু ভর্তি হয়। ইহাছাড়া বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত ও

(১৩শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পাবনায় একটি চা-এর দোকানে কর্মরত এক শিশু শ্রমিক

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি

(৩য় পৃঃ পর)

সরকারী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৫ লক্ষাধিক শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জানা যায়, উত্তরাঞ্চলের অভাবী এলাকা হিসাবে পরিগণিত পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট প্রভৃতি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার হাল অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। পাবনার নয়টি উপজেলায় প্রায় অর্ধেকসংখ্যক শিশুই স্কুলগামী নয়। অবশ্য সরকারী কাগজে-কলমে অধিকাংশ শিশুই স্কুলগামী। গ্রাম জনপদে শিশুরা ক্ষেত-খামারে এবং শহর ও আধাশহরে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপসহ কল-কারখানায় নামমাত্র মজুরীতে কাজ করিতেছে। অনেক শিশু জীবনের ঝুঁকি নিয়া রিকশা, রিকশা ভ্যান চালাইয়া সংসারে অর্থ যোগান দিতেছে। এদিকে স্কুলগুলিতে যথাযথ লেখাপড়া না হওয়ায় নিম্নবিত্ত পরিবার নিয়মিত প্রাইভেট পড়ানোর টাকা যোগান দিতে না পারিয়া অনেক অভিভাবক শেষ পর্যন্ত তাহাদের শিশু সন্তানকে স্কুলের পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া সংসারের কাজে লাগাইতেছে এমন তথ্যও